জ্যোতিরিঙ্গণ
কলিকাতা ট্রাক্টসোসাইটীর যত্নে প্রকাশিত।
৩ খণ্ড, ৪ সংখ্যা
অক্টোবর, ১৮৭১

জলের কল।

ধন্য বুদ্ধি ইংরাজের আশ্চর্য্য কৌশল,
বুদ্ধিবলে করিয়াছে কতবিধ কল।
কলেতে চালায় গাড়ী ধূঁয়ার জাহাজ,
কলেতে সাধিছে কত দরকারি কাজ !
করেছে গ্যাসের আলো কল্‌কাতা সহরে,
রাস্তার দুধারে দেখ কিবা আলো করে !
বড় মানুষের ঘরে কর দরশন,
গ্যাসের আলোকে ঘর উজ্বল কেমন !
তেলের খরচ কম বড় মানুষের,
কর দিতে প্রাণ কিন্তু যায় গোরিবের।
আমরা গোরিব লোক খড়ো ঘরে থাকি,
গ্যাসের আলোর বড় তোয়াক্কা না রাকি।
হয়েছে জলের কল গুন গাই তার,
ছোট বড় সকলের যাতে উপকার।
পেট ভরে জল খাই, শরীর শীতল,
যত চাই তত পাই, কি মজার কল !
বৈশাখ মাসের রোদে যত গাড়োয়ান,
জল বিনে পিপাসায় ফাটিত পরাণ।
এখন তাদের আর সেই কষ্ট নাই,
'কানমলে পানি দিয়ে গাড়ি হেঁকে যাই।'
কিন্তু এক অসুবিধা দেখিবারে পাই,
পশুদের তরে কোন সদুপায় নাই।
কলের তলায় যদি গামলা থাকিত,
গরু ঘোড়া জল খেয়ে পরাণ জুড়াত।
হিন্দু শাস্ত্রে করি এক গল্প অধ্যয়ন,
ভগীরথ করেছিলা গঙ্গা আনয়ন।
বুঝি ছিল না কো তাঁর কল বা ফিল্টার,
তাই গঙ্গা জলে লোনা করিছে বিহার।
উপধর্ম্ম এই দেশে যদি না থাকিত,
গঙ্গাজল, তবে কেহ স্পর্শ না করিত।
পাইপে করিয়া গঙ্গা এনেছে ইংরাজে,
এ গঙ্গা দেখিয়া সেই গঙ্গা মরে লাজে।
লোনা নাই মলা নাই স্ফটিকের মত,
কলেতে ফিল্টার করা সাবধানে কত !
পল্‌তা হতে আনিয়াছে পাইপ বসিয়ে,
রাখিয়াছে পাকা ট্যাঙ্কে যতন করিয়ে।
কাটিয়াছে গোলদীঘি, পাকা করিয়াছে,
তাহাতে পবিত্র গঙ্গা জমা রাখিয়াছে।
উপরেতে ঢাকা ঢোকা কোন চিহ্ন নাই,
ভীতরে রয়েছে জল বলিহারি যাই !

বড় মানুষের বাড়ী, ইংরাজের ঘরে,
নিয়েছে জলের কল টাকা ব্যয় করে।
যেই জল করে পান, সেই জলে স্নান,
ভারি ভিস্তী ভায়াদের নাহি আর মান।
নিয়াছে কলের জল রাঁধিবার ঘরে,
রাঁধা ধোয়া কাজ লোকে সেই জলে করে।
উঠানে কলের জল রয়েছে কাহার,
কেবা দেখে গিন্নীদের স্নানের বাহার!
সাবাঙ্‌ মাখিছে কেহ কেহবা বেসন,
কেহ বা হলুদ মাখে করিয়া যতন।
কেহ টিপে দেয় কল কেহ বস্যে নায়,
শেষে গিয়ে ছাতে বস্যে সুকেশ সুকায়।
পাৎকুয়ার জলে চুল উঠিয়া যাইত,
তালের আঁটির মত মাথাটী দেখাত।
এজলে হবে না তাহা জেনে মনে২,
গৃহিণীরা করে স্নান মিলে পাঁচ জনে।
আবার রাস্তায় এস, পাটক সুজন,
জলের কলের দিকে ফেরাও নয়ন।
গোমুখী হইতে গঙ্গা পতিত হইয়া,
সাগরাভিমুখে ধায় বঙ্গে উর্ব্বরিয়া।
লোহ সিংহ মুখ হতে পড়ে এই জল,
পিপাসা বিদূর করে শরীর শীতল।
ভারি ভিস্তী আদি সবে যেয়ে সেই খানে,
কানমলে কল্‌সীপুরে আনে সাবধানে।
খাইলে কলের জল পাছে জাতি যায়,
আপত্তি করিল পূর্ব্বে হিন্দুরা সবায়।
এক্ষণে জলের গুন বিবেচনা করে,
করিছে ব্যভার লোকে উহা অকাতরে।

বীরপুত্র উপাখ্যান।

করুণাসিংহ।

১৩২১ খ্রীষ্টাব্দে করুণাসিংহ সিংহাসন প্রাপ্ত হন। করুণা, সাহস ও বীরত্বে তাঁহার পূর্ব্বগত রাজাদিগের ন্যূন ছিলেন না। যখন তাঁহার পিতা অমর সিংহের অত্যন্ত অর্থের অনাটন ছিল, তখন তিনি শত্রু পরাজয় করত সুরাট লুঠ করিয়া বিস্তর অর্থ প্রাপ্ত হন। করুণা যত দিন রাজত্ব করেন, সে সময়ের মধ্যে রাজপুত সুলভ বীরত্ব প্রকাশ করিবার কোন সুযোগ উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু করুণাসিংহ অতিশয় বুদ্ধিমান লোক ছিলেন। যে দেশের রাজা সর্ব্বদা শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকেন, সে দেশের আভ্যন্তরিক অবস্থা বড় ভাল থাকে না। রাজপুতানায়ও তদ্রূপ হইয়াছিল। দীর্ঘকাল যুদ্ধ হওয়াতে রাজ্যের আভ্যন্তরিক বন্দোবস্তের অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা হইয়াছিল। এক্ষণে যবনদিগের সহিত সন্ধি সংস্থাপিত হওয়াতে যুদ্ধের প্রয়োজন রহিল না। করুণাসিংহ এই অবসরে দেশের সু-

শাসন কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। জাহাঙ্গীর ভারতবর্ষের সমস্ত রাজগণ অপেক্ষা করুণাসিংহকে অধিক সম্মান্ দান করিলেন। তিনি করুণাসিংহকে আপনার দক্ষিণ পার্শ্বে বসাইলেন। রাজপুত কুলসম্ভূত ও হিন্দ সূর্য্যবংশাবতংশ করুণাসিংহ জাহাঙ্গিরের দক্ষিণ পার্শ্বে বসিয়াও আপনাকে অবমানিত জ্ঞান করিলেন। কেননা রাজপুতেরা স্বাধীনতাপ্রিয়, তাঁহারা স্বাধীন হইয়া বনে বাস, ও কদলী পত্রে আহার করিয়াও সুখী হন; কিন্তু পরাধীন হইয়া যবনের স্বর্ণসিংহাসনে বসিলেও তাঁহারা অসুখী।

রাজপুত জাতি অত্যন্ত পরোপকারী। শত্রুও যদি বিপন্ন হয়, রাজপুতেরা তাহার যথাসাধ্য উপকার করেন। এক বার রাজকুমার খরম গৃহযুদ্ধে পরাজিত হইয়া উদয়পুরে সহচরবর্গ সহ সপরিবারে আশ্রয় গ্রহণ করেন। পাঠকের স্মরণ আছে, এই খরমের সঙ্গে ইতিপূর্ব্বে করুণাসিংহ যুদ্ধ করেন, এবং এই খরমকর্ত্তৃক চিতোর যবন সম্রাটের অধীন হয়। এক্ষণে করুণা সে সকল বিস্মৃত হইয়া পরম সমাদরে খরমকে আশ্রয় প্রদান করিলেন। রাজকুমার খরমের বাসার্থ বহুমূল্য প্রস্তর দ্বারা একটী অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া দেওয়া হইল। রাজপুতেরা গোঁড়া হিন্দু, তথাপি রাজকুমার খরমের জন্য ঐ অট্টালিকার নিকটে করুণাসিংহ একটী মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করিয়া দেন, তাহা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। সেই সময় হইতে অদ্য পর্য্যন্ত সেই মস্‌জিদে প্রদীপ জ্বলিতেছে।

ইহার কিছু কাল পরে জাহাঙ্গিরের মরণ হইলে, করুণাসিংহ এক দল রাজপুত সৈন্যসহ স্বীয় ভ্রাতাকে পাঠাইয়া কুমার খরমকে ভারতবর্ষের সম্রাট্‌ সদৃশ সম্মান প্রদান করেন। অতঃপর তাঁহাকে আপনার বাটীতে আনাইয়া এবং সিংহাসনে বসাইয়া"সাজাহান"বলিয়া অভ্যর্থনা করেন। এই সকল উপকারের পরিবর্ত্তে সাজাহান রাণাকে পাঁচটী নূতন প্রদেশের আধিপত্য ও চিতোরের ভগ্ন দুর্গ ও প্রাসাদ সকল সংস্কার করিবার অধিকার এবং উপঢৌকন স্বরূপ বহুমূল্য একটী হীরা প্রদান করেন। ১৬২৮ অব্দে করুণাসিংহের মৃত্যু হয়।

আমাদিগের মহারাণী।

আগামী শীতকালে আমাদের মহারাণার তৃতীয় পুত্র রাজকুমার আর্থরের কলিকাতায় আসিবার কথা হইতেছে। তিনি আইলে তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য সহস্র২ লোক গবর্ণর জেনরেলের বাটীর সম্মুখে গড়ের মাঠে একত্রিত হইবেন। কিন্তু যদি মহারাণী একবার অনুগ্রহ করিয়া এদেশে পদাপণ করিতেন, বোধ হয়, দেশের অর্দ্ধেক লোক তাঁহাকে দেখিবার জন্য কলিকাতায় আসিতেন। আমাদের ভাগ্যে তাহা হইবে না। মহারাণী এ দেশে পদার্পণ করিবেন, এরূপ আশা নাই। আর যদিও আইসেন, তাঁহাকে দর্শন করিয়া আমাদের অন্তঃপুরবাসিনী পাঠকগণ চরিতার্থতা লাভ করিতে পারিবেন না। এই জন্য আমরা তাঁহার চিত্র এস্থলে প্রকাশ করিলাম।

আমাদিগের মহারাণী ১৮১৯ খৃঃ অব্দের ২৪ মে তারিখে জন্ম গ্রহণ করেন। ১৮৩৭ অব্দের ২১ জুন তারিখে ইনি সিংহাসন প্রাপ্ত হন ও ১৮৪০ অব্দের ১৩ ফেব্রয়ারি তারিখে বিবাহিত হন। মহারাণীর সন্তান সন্ততী নয়টী। আমাদিগের মহারাণী অতিশয় দয়াশীলা। ইনি কখন২ দরিদ্র লোকদিগের বাটীতে পর্য্যন্ত যাইয়া থাকেন। আমাদের গবর্ণর জেনরেল যেমন গ্রীষ্মকালে সিমলা পর্ব্বতে যান, মহারাণী তদ্রূপ গ্রীষ্মকালে স্কট্লণ্ডে যাইয়া থাকেন। এই দেশ ইংলণ্ড অপেক্ষা শীতপ্রধান। একবার মহারাণী স্কট্লণ্ডে এক দরিদ্রা বৃদ্ধাকে চরকায় সুতা কাটিতে দেখিয়া, তাহার নিকট বসিয়া সুতা কাটিতে শিখেন। আমাদিগের দেশীয় লোকদিগের প্রতিও ইহাঁর যথেষ্ট স্নেহ আছে। বাবু কেশবচন্দ্র সেনকে মহারাণী নিজ বাটীতে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। মহারাণীর শাসনাধীনে আমরা নিরাপদে আছি, এই জন্য ঈশ্বরের নিকট তাঁহার মঙ্গল প্রাথনা করা আমাদের কর্ত্তব্য।

যূষফের বিবরণ।

৪ অধ্যায়।

যূষফ্ স্বপ্নের অর্থকারক।

যূষফ্ যে কারাগারে বদ্ধ ছিলেন, তাহা পোটিফরের বাটীতেই ছিল, বোধ হয়, ইহা তোমার মনে আছে। এক দিবস পোটিফর দুই জন মনুষ্যকে আনিয়া যূষফ্কে কহিলেন,

"সাবধান, যেন ইহারা কারাগার হইতে পলাইয়া না যায়! ইহারা তোমার তত্ত্বাবধানে রহিল।" অতএব দেখ, পোটিফর বিলক্ষণ যূষফ্‌কে বিশ্বাসযোগ্য জ্ঞান করিতেন। হয়ত,তিনি ইহাও মনে করিয়াছিলেন যে, যূষফের নামে তাঁহার স্ত্রী যে অপবাদ দিয়াছিলেন, তাহা বাস্তবিক সত্য ছিল না। তথাপি তিনি যূষফ্‌কে কারামুক্ত করিলেন না।

পোটিফর যাহাদিগকে কারাগারে আনিলেন,আমি তোমাকে তাহাদের পরিচয় দি। তাহারা মিসর দেশীয় রাজার ভৃত্য ছিল। রাজার পরিচর্য্যার্থে অনেক ভৃত্য ছিল। যে ভৃত্য পাত্রে করিয়া সুরা ঢালিয়া রাজাকে পান করিতে দিত,তাহাকে পান-পাত্রবাহক বলা যাইত। আর যে ভৃত্য রাজার জন্য মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিত, তাহাকে মোদক (ময়রা) বলা যাইত।

পান-পাত্রবাহক ও মোদক উভয়েই দোষ করিয়াছিল। তাহারা কি অপরাধ করিয়াছিল, তাহা জানি না, কিন্তু এই জানি যে রাজা রাগত হইয়া তাহাদিগকে কারাগারে বদ্ধ রাখিবার জন্য প্রধান সেনাপতি পোটিফরকে আজ্ঞা দেন।

তৎপরে পোটিফর তাহাদিগকে যূষফের নিকট আনিয়া সাবধানে বদ্ধ রাখিতে বলেন। যূষফ্ তাহাদিগের উভয়কে এক ঘরে বদ্ধ করিয়া রাখিলেন, এবং যত্নপূর্ব্বক উভয়কে রুটি জল ইত্যাদি দিতে লাগিলেন।

এক দিন প্রাতঃকালে যূষফ্ আসিয়া তাহাদিগকে অত্যন্ত বিষণ্ন দেখিলেন, এবং কহিলেন, "তোমরা এমন দুঃখিত হইয়া বসিয়া আছ, কেন?" তাহারা উত্তর করিল, "গত রাত্রে আমরা উভয়ে অতি আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখিয়াছি, বোধ হয়, তাহার কোন অর্থ আছে, কিন্তু আমরা কিছুই স্থির করিতে পারি না। কারাগারে এমন কেহ নাই যে আমাদের স্বপ্নের অর্থ বলিয়া দেয়।"

তখন যূষফ্ বলিলেন, "আমার ঈশ্বর সকলই জানেন। তিনি উহার অর্থ বলিতে পারেন, অতএব তোমরা কি স্বপ্ন দেখিয়াছ, আমাকে বল।"

পান-পাত্রবাহক প্রথমে তাহার স্বপ্ন বলিতে আরম্ভ করিল, "আমি একটী দ্রাক্ষালতা দেখিলাম, তাহার তিনটী শাখা; কিন্তু প্রথমে তাহা-

তে ফল ছিল না। দেখিতে২ কুঁড়ি হইয়া ফল হইল, এবং পাকিল, অবশেষে পাড়িয়া রস নিঙ্গড়াইয়া মদ্য প্রস্তুত করিলাম ; পরে, যেমন সচরাচর করিতাম, তদ্রূপ রাজার নিকটে লইয়া গিয়া তাঁহাকে পান করিতে দিলাম।”

ঈশ্বর যূষফ্‌কে পান-পাত্রবাহকের স্বপ্নের এই অর্থ বলিয়া দিলেন। তিনি বলিলেন, “তুমি তিনটী শাখা দেখিয়াছ, অতএব তিন দিবসের মধ্যে তোমার বিষয়ে কিছু ঘটিবে। রাজা তোমাকে পুনরায় ডাকাইয়া পান-পাত্রবাহকের পদে নিযুক্ত করিবেন।

মোদক এই স্বপ্নের অর্থ শুনিয়া মনে২ ভাবিল, তাহার স্বপ্নেরও বুঝি এই রূপ অনুকূল অর্থ হইবে। অতএব সে আপনার স্বপ্ন বলিতে আরম্ভ করিল।

সে বলিল, “আমার মাথার উপরে যেন তিনটী শাদা চুপড়ি ছিল, উপরের চুপড়িতে রাজার নিমিত্ত নানাবিধ পক্কান্ন ছিল, এবং আকাশের পক্ষীরা আসিয়া তাহা খুঁটিয়া খাইল।”

যূষফ্ বলিলেন, “তিন দিবসের মধ্যে তোমারও কিছু ঘটিবে। রাজা তোমাকে কারাগার হইতে লইয়া গিয়া এক বৃক্ষে টাঙ্গাইয়া ফাঁসি দিবেন এবং আকাশের পক্ষীরা তোমার মাংস খাইয়া ফেলিবে।”

যূষফের কথা শুনিয়া পান-পাত্রবাহকের আনন্দের সীমা রহিল না, কিন্তু মৃত্যুর আশঙ্কায় মোদক অত্যন্ত দুঃখিত হইল।

যূষফ্ পান-পাত্রবাহকের নিকট ভবিষ্যতে কিছু অনুগ্রহ প্রার্থনা করিলেন; বলিলেন, “তুমি যখন পূর্ব্বপদ প্রাপ্ত হইবে, এবং রাজাকে সুরাপান করিতে দিবে, তখন আমার বিষয়ে তাঁহাকে কিছু বলিবে? অনুগ্রহ করিয়া বলিও, যে আমি কারাগারে বদ্ধ হইয়াছি, এবং মুক্ত হইবার উপায় নাই। আমি অতিশয় দূর দেশে বাস করিতাম, তথা হইতে কোন লোকে আমাকে চুরি করিয়া আনিয়াছে। কারাগারে বদ্ধ থাকিবার উপযুক্ত কোন অপরাধ আমি করি নাই। তুমি অনুগ্রহ করিয়া রাজাকে বলিয়া আমাকে মুক্ত করিয়া দিও।”

দেখ, ভ্রাতারা যে দুষ্টামী করিয়া যূষফ্‌কে বিক্রয় করিয়াছে, এ কথা

তিনি বলিলেন না। কারণ ভ্রাতাদিগকে দোষী করা তাঁহার অভিপ্রায় ছিল না।

তিন দিবসের মধ্যে রাজা উক্ত পান-পাত্রবাহক ও মোদককে কারাগার হইতে লইয়া গেলেন। তিনি স্বীয় জন্মদিন উপলক্ষে দাসদিগকে এক ভোজ দিবার আয়োজন করিয়া পান-পাত্রবাহক ও মোদককে ডাকাইলেন এবং কহিলেন, "পানপাত্রবাহক আপনার পূর্ব্বপদ পাইবে, কিন্তু মোদককে ফাঁসি দেও, আমি উহাকে ক্ষমা করিব না।" অতএব এক্ষণে পান-পাত্রবাহক ও মোদক উভয়েই বুঝিতে পারিল যে যূষফ্ তাহাদিগকে যথার্থ কথা কহিয়াছিলেন।

পানপাত্রবাহক পূর্ব্বপদ প্রাপ্ত হইয়া কি যূষফের অনুরোধ স্মরণ করিল? না, সে যূষফের বিষয় ভুলিয়া গেল। বোধ হয়, সে রাজবাটীর আহার বস্ত্র, টাকা কড়ি ও ঐশ্বর্য্যাদি দেখিয়া যূষফের কথা এক বার মনেও করিল না। সুতরাং পানপাত্রবাহক সুধু নির্দ্দয় নয়, অত্যন্ত অকৃতজ্ঞও ছিল।

যূষফ্ তাহার প্রতি দয়া করিয়াছিলেন, কিন্তু সে যূষফের প্রতি দয়া করিল না, এই জন্য তাহাকে অকৃতজ্ঞ বলা যায়। দেখ, পিতা মাতা শিশুকালে আপন সন্তান সন্ততির প্রতি অতিশয় দয়া করেন, কিন্তু অনেক সন্তান পিতামাতার সহিত অকৃতজ্ঞবৎ ব্যবহার করে, এবং ঈশ্বর আপন পুত্রকে পাপিদের নিমিত্ত মরণার্থ প্রদান করিলেন, কিন্তু পাপি মনুষ্যেরা ঈশ্বরের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

যূষফ্ বৃথা প্রতীক্ষা করিলেন, কেহই তাঁহাকে কারাগার হইতে মুক্ত করিতে আইল না। এক দিন দুই দিন গেল, গ্রীষ্ম ও শীতকাল গত হইল, যূষফ কারাগারে বদ্ধ আছেন, কিন্তু ঈশ্বর তাঁহাকে ভুলেন নাই। ভাল, ঈশ্বর কি জন্য তাঁহাকে এত দিন প্রতীক্ষা করাইলেন? তিনি যেন ধৈর্য্যাবলম্বন শিক্ষা করেন, এই জন্য। ঈশ্বর যদ্যপি তোমাকে পীড়িত রাখেন, নিশ্চয় জানিবে, সে কেবল তোমাকে ধৈর্য্য শিখাইবার নিমিত্ত, যখন ভাল বোধ করেন, তখন আরোগ্য করিবেন, অথবা তিনি তোমাকে আরাম না করিয়া স্বর্গেও লইয়া যাইতে পারেন।

উপমাবলী।

অগ্নিময় প্রাচীর।

বাবিলন নগরের প্রচীর উর্দ্ধে প্রায় দুই শত হস্ত এবং প্রস্থে প্রায় ছেচল্লিশ হস্ত ছিল। ঐ প্রাচীরের যেরূপ বিস্তৃতি ছিল, তাহাতে বোধ হয়, ছয় খানি শকট পাশাপাশি হইয়া অনায়াসেই উহার উপর দিয়া গমন করিতে পারিত। যদিও বাবিলন নগর এই রূপ দৃঢ় প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ছিল, তথাপি নগরবাসিদিগের মত্ততাবশতঃ উহা বিপক্ষদিগের হস্তগত হইয়াছিল। এক সময়ে বাবিলনের লোকেরা সুরা পানে উন্মত্ত হইয়া আপনাদিগের নগরের দ্বার রুদ্ধ করিতে বিস্মৃত হয়, শত্রুপক্ষ এই সুযোগে প্রবেশ করিয়া নগর আপনাদিগের হস্তগত করিয়াছিল। বঙ্গদেশের পূর্ব্বতন রাজধানী গৌর নগরের প্রাচীর প্রায় ছেশাট্টি হস্ত উচ্চ ছিল। যিরীহ নগরের প্রাচীরও বিলক্ষণ উচ্চ ছিল, কিন্তু ঈশ্বরের আজ্ঞাতে উহা ভূমিসাৎ হইয়াছিল। ঈশ্বর কখন২ ভূমিকম্প দ্বারা প্রাচীর ভগ্ন করিয়া থাকেন।

পূর্ব্বদেশীয় মেষপালক ও পথিকেরা রাত্রিকালে অরণ্য মধ্যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া আপনাদিগের জীবন রক্ষা করিয়া থাকে। চতুর্দ্দিকে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত না করিলে নানাবিধ হিংস্র জন্তু আসিয়া আক্রমণ করে। বন্য জন্তু অগ্নি দেখিলে অত্যন্ত ভয় পায়,এই হেতু উহারা অগ্নির নিকটে আসিতে চায় না। আজি পর্য্যন্ত পৃথিবীর যে যে স্থানে হিংস্র জন্তু বাস করে,পথিকেরা অগ্নি প্রজ্জ্বলিত না করিয়া কখন তথায় রাত্রি যাপন করে না। অগ্নিময় প্রাচীর এরূপ নিরাপদ যে ব্যাঘ্র পর্য্যন্ত উহার সীমাতে আসিতে ভয় পায়।

খ্রীষ্টিয়ান মাত্রেই এই সংসার-অরণ্যে পথিকের সদৃশ। এই সংসার-অরণ্যে শয়তান কালসর্প,এবং দুরাত্মা মনুষ্যগণ গ্রাসকারী সিংহের সদৃশ। যিনি ধর্ম্মপথে বিচরণ করেন, ঈশ্বরই তাঁহার অগ্নিময় প্রাচীর হইয়া তাঁহাকে সর্ব্বপ্রকার বিপদ হইতে রক্ষা করেন। পূর্ব্বকালে যখন ইস্রায়েল বংশীয়েরা লোহিত সাগরের মধ্য দিয়া গমন করে, তখন উহার জল উভয় পার্শ্বে প্রাচীরের ন্যায় হইয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিয়াছিল। ঈশ্বর যাহার প্রাচীর স্বরূপ,তাহার কিছু মাত্র ভয় নাই।

Alexander Duff
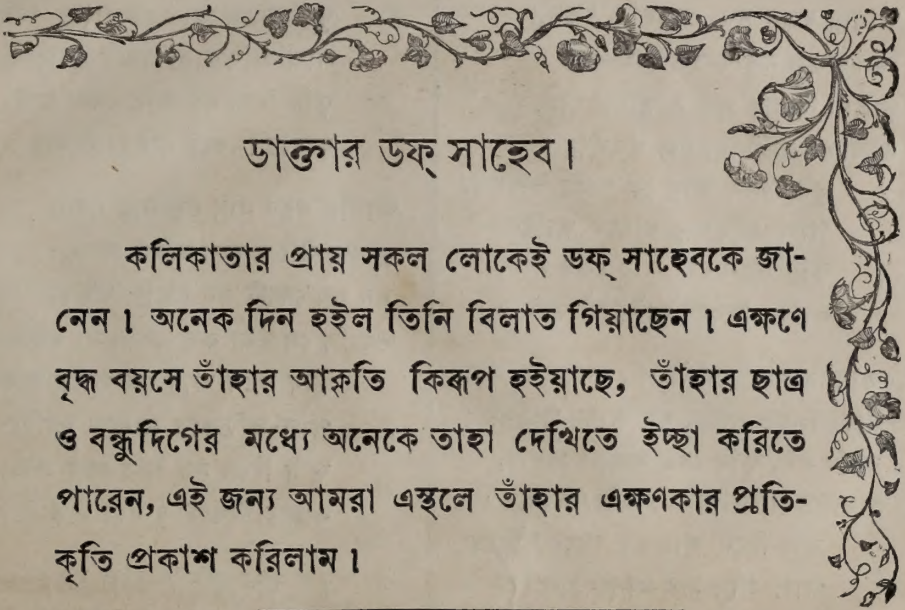
ডাক্তার ডফ্ সাহেব।

কলিকাতার প্রায় সকল লোকেই ডফ্ সাহেবকে জানেন। অনেক দিন হইল তিনি বিলাত গিয়াছেন। এক্ষণে বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার আকৃতি কিরূপ হইয়াছে, তাঁহার ছাত্র ও বন্ধুদিগের মধ্যে অনেকে তাহা দেখিতে ইচ্ছা করিতে পারেন, এই জন্য আমরা এস্থলে তাঁহার এক্ষণকার প্রতিকৃতি প্রকাশ করিলাম।

পাপ-বাহী।

মম কার্য্য নহে, যীশো, তব কার্য্যচয় !
এ মম হৃদয়ে করে আনন্দ উদয় ;
আরো বলে, সমুদায় হয়েছে সাধন,
দূর করে দেয় মম ভয়ের কারণ।
তুমি বিনে আর কে পারে করিতে,
পাপ-প্রতিকার মানবে তারিতে ?
তুমি বিনে মম আর কেহ নাই,
কাহার নিকটে যাইয়া দাঁড়াই ?

মম ব্যথা নহে, যীশো, তব ব্যথাচয়,
সে বিষম দণ্ড কাষ্ঠে, অহে দয়াময় ;
অধীনের পাপঋণ সকলি স্থধিল,
মম তরে মহাশান্তি যথেষ্ট কিনিল !
তুমি বিনে আর কে পারে করিতে,
পাপ-প্রতিকার মানবে তারিতে ?
তুমি বিনে মম আর কেহ নাই,
কাহার নিকটে যাইয়া দাঁড়াই ?

মম অশ্রু নহে, যীশো, তব অশ্রু জল,
ধুয়ে পাপমলা, মোরে করিল নির্ম্মল ;
অমানিশা অন্ধকারে ছিলাম নিয়ত,
সমুজ্জ্বল দিনে তাহা হলো পরিণত।
তুমি বিনে আর কে পারে করিতে,
পাপ-প্রতিকার মানবে তারিতে ?
তুমি বিনে মম আর কেহ নাই,
কাহার নিকটে যাইয়া দাঁড়াই ?

আমার বন্ধন নয়, তোমার বন্ধন,
চরন-শৃঙ্খল মম করিল মোচন ;
খুলিয়া দিলেক মম কারাগারদ্বার,
হইবার নহে তাহা বন্ধ পুনর্ব্বার।
তুমি বিনে আর কে পারে করিতে,
পাপ-প্রতিকার মানবে তারিতে ?
তুমি বিনে মম আর কেহ নাই,
কাহার নিকটে যাইয়া দাঁড়াই ?

তোমারি ক্ষত, হে যীশো, মম ক্ষত নয়,
আরোগিতে পারে, মম আত্মা ক্ষতময় ;
আমি নই, তুমি যেই সহিলা প্রহার,
তাহাতে আরোগ্যলাভ হইল আমার।
তুমি বিনে আর কে পারে করিতে,
পাপ-প্রতিকার মানবে তারিতে ?
তুমি বিনে মম আর কেহ নাই,
কাহার নিকটে যাইয়া দাঁড়াই ?

আমার শোণিত নয়, তোমার শোণিত,
অকাতরে করেছিলে যাহা প্রবাহিত ;
কলুষ-কলঙ্ক মম বিমোচিতে পারে,
কৃত অপরাধ মম পারে ক্ষমিবারে।
তুমি বিনে আর কে পারে করিতে,
পাপ-প্রতিকার, মানবে তারিতে ?
তুমি বিনে মম আর কেহ নাই,
কাহার নিকটে যাইয়া দাঁড়াই ?

তব ক্রুশে, অহে যীশো, মম ক্রুশে নয়,
ভয়ানক পাপবোঝা অবহেলে বয় ;
পরমেশ বিনে কেহ স্বর্গে কি মহীতে,
পারিত না সেই ভার কখনো বহিতে।
তুমি বিনে আর কে পারে করিতে,
পাপ-প্রতিকার মানবে তারিতে ?
তুমি বিনে মম আর কেহ নাই,
কাহার নিকটে যাইয়া দাঁড়াই ?

আমার মরণ নয়, তোমার মরণ,
মুক্তির উচিত মূল্য করিল অর্পণ ;
মম সম কোটি জন যদ্যপি মরিত,
তথাপি সে মূল্য কভু শোধ না হইত।
তুমি বিনে আর কে পারে করিতে,
পাপ-প্রতিকার মানবে তারিতে ?
তুমি বিনে মম আর কেহ নাই,
কাহার নিকটে যাইয়া দাঁড়াই ?

যে অতুল পুণ্য তুমি করিলে সঞ্চয়,
কেবল তাহাই এ অধীনে আচ্ছাদয় ;
তব পুণ্য ভিন্ন পুণ্য যত দেখি আর,
হইতে পারে না তাতে মম উপকার!
তুমি বিনে আর কে পারে করিতে,
পাপ-প্রতিকার মানবে তারিতে ?
তুমি বিনে মম আর কেহ নাই,
কাহার নিকটে যাইয়া দাঁড়াই ?

একমাত্র তব পুণ্য-বসনে আমারে,
আবরিতে পারে, যীশো, বিভূষিতে পারে ;
আচ্ছাদিয়া আত্মা মম সে পুণ্য-বসনে,
রহিব তাহাতে আমি জীবনে মরণে।
তুমি বিনে আর কে পারে করিতে,
পাপ-প্রতিকার মানবে তারিতে ?
তুমি বিনে মম আর কেহ নাই,
কাহার নিকট যাইয়া দাঁড়াই ?

ভবানীপুর সাপ্তাহিক সংবাদ যন্ত্রে শ্রীব্রজমাধব বসু দ্বারা মুদ্রিত।